সূচীপত্র

এক নজরে ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় এর বাণী	০২-০৩
সভাপতির প্রতিবেদন	০৪
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন	০৫-০৬
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন	০৭-০৮
গ্রাফ চিত্রে পবিসের অগ্রগতি	০৯
আলোক চিত্রে পবিসের অগ্রগতি	১০
নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্যাবলী	১১
পবিস বোর্ড পরিচিতি	১২
পবিস ব্যবস্থাপনা পরিচিতি	১৩
ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট	১৪

ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
কানাইপুর, ফরিদপুর।

প্রয়োজনীয় মোবাইল নম্বর সমূহঃ

অফিসের নাম	মোবাইল নম্বর	অফিসের নাম	মোবাইল নম্বর
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	০১৭৬৯৪০০০২৮	ভাটপাড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৫৬১
ডিজিএম, নগরকান্দা জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০১৪৫	চরশালীপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৭৭০
ডিজিএম, বোয়ালমারী জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০১৪৪	কবিরপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৭৬৯
ডিজিএম (কারিগরী), সদর দপ্তর	০১৭৬৯৪০২১২৫	বোয়ালমারী জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৪৬
ডিজিএম, মধুখালী জোনাল অফিস	০১৭০৪১০৬৫৮০	মুজুরদিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৫৯২
ডিজিএম, ভাঙা জোনাল অফিস	০১৭০৪১০০৯১৯	ময়েনদিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭০২৬
এজিএম(ওএন্ডএম), সদর দপ্তর	০১৭৬৯৪০০৪৩২	খরসুতী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৬৫৪
এজিএম(ওএন্ডএম), সালথা সাব-জো:অ:	০১৭৬৯৪০৭৭১৫	নগরকান্দা জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৪৮
এজিএম(ওএন্ডএম), মধুখালী জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০২৬৮২	হামিরদী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৪৯
এজিএম(ওএন্ডএম), বোয়ালমারী জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০৪৩৬	চাঁদহাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪১০৬৫৫৮
এজিএম(ওএন্ডএম),নগরকান্দা জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০৪৩৭	মধুখালী জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৪১
এজিএম(ওএন্ডএম), সদরপুর সাব-জো:অ:	০১৭৬৯৪০৩১০৮	কামারখালী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭০৩২
এজিএম(ওএন্ডএম), চরভদ্রাশন সাব-জো:অ:	০১৭০৪১০৮৯৮৮	বোয়ালিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৫৬২
এজিএম(ওএন্ডএম), আলফাডাঙ্গা সাব-জো:অ:	০১৭৬৯৪০৭৫৬৫	চরভদ্রাসন সাব জোঃ অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৪৪
এজিএম(ওএন্ডএম), ভাঙ্গা জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০৭৭১৪	সদরপুর সাব জোঃ অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৩১০৭
এজিএম(অর্থ-হিসাব), সদর দপ্তর	০১৭৬৯৪০২৬২৭	আলফাডাঙ্গা সাব জোঃ অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৪৭
এজিএম(অর্থ-রাজস্ব), সদর দপ্তর	০১৭৬৯৪০০৪৩৫	বেড়ির হাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭১৩১
এজিএম(সঃ সেবা),সদর দপ্তর	০১৭৬৯৪০০৪৩৩	রুপাপাত অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৭৭১
এজিএম(প্রশাসন), সদর দপ্তর	০১৭১৪১০৫৮৮৪	ভাঙ্গা জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৫০
এজিএম(মানব সম্পদ), সদর দপ্তর	০১৭৬৯৪০০৪৩৪	আড়িয়াল খাঁ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২৬৮৪
এজিএম (ইএন্ডসি),সদর দপ্তর	০১৭৬৯৪০১৯৭৭	সালথা সাব জোঃ অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৪২
এজিএম (আইটি),সদর দপ্তর	০১৭০৪১০৬৫৮১	ফুলবাড়িয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৬৮৫
সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৪০	নকুলহাটি অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪১০৮৮৬৫
তালমা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৪৫	হটলাইন	০১৭৬৯৪০৪০৬৩
গজারিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১১৪৩	ইসি, সদস্য, বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ টিম	০১৭০৪১০৬৩৩৩
খলিল মন্ডলের হাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২০৬২	জুনিয়র ইঞ্জি:, সদস্য, বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ টিম	০১৭০৪১০৬৩৩২
ধুলদী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২৬৮৩	হিসাবরক্ষক, সদস্য, বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ টিম	০১৭০৪১০৬৩৩৪

অনলাইনে আবেদন করতে লগইন করুনঃ -www.faridpurpbs.org.bd

ই -মেইলঃ- faridpur_ pbs@hotmail.com

এক নজরে ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ডিসেম্বর/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত

০১।	প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ	১২/১০/১৯৯৫ খ্রি।
০২।	বিদ্যুৎ বিতরণের তারিখ (বানিজ্যকভাবে)	ঃ	২১/১২/১৯৯৫ খ্রি।
০৩।	শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলার সংখ্যা ও নাম	ঃ	০৯টি সম্পূর্ণ ও ০৩টি আংশিক। (ফরিদপুর সদর, নগরকান্দা, ভাংগা, চরভদ্রাশন, সদরপুর,বোয়ালমারী,মধুখালী,আলফাডাংগা,সালথা,লোহাগড়া(নড়াইল), মাগুরা(মোহাম্মদপুর),হরিরামপুর(মানিকগঞ্জ)।
০৪।	আওতাভুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম	ঃ	৮৯টি ও ১৮৯৩টি (তন্মধ্যে অফগ্রিডভুক্ত ইউনিয়ন-১০টি ও গ্রাম-৮৭টি)।
০৫।	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	ঃ	২১৬১ বর্গ কিঃমিঃ।
০৬।	জিআইএস(GIS) ভুক্ত লাইন (কিমি)	ঃ	২১৭৮ কিঃ মিঃ।
০৭।	অফিসের বিবরণ	ঃ	
	ক) সদর দপ্তর	ঃ	০১টি (কানাইপুর, ফরিদপুর)
	খ) জোনাল অফিস	ঃ	০৪টি (বোয়ালমারী,নগরকান্দা, ভাঙ্গা ও মধুখালী)।
	গ) সাব-জোনাল অফিস	ঃ	০৪টি (সদরপুর, আলফাডাঙ্গা, সালথা ও চরভদ্রাসন)|
	ঘ) অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ	১৯ টি (গজারিয়া,ভাটপাড়া,খলিলমন্ডল হাট,তালমা,ধুলদী,বেড়ীরহাট,রূপাপাত হামিরদী,চাঁদহাট,আড়িয়ালখাঁ,কামারখালী,বোয়ালিয়া,ফুলবাড়ীয়া,চরসালিপুর, কবিরপুর,মুজুরদিয়া,ময়েনদিয়া, নকুলহাটি ও খরসূতী)
০৮।	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	৬২৪ জন (কর্মকর্তা-২০ জন ও কর্মচারী-৬০৪ জন)।
০৯।	নির্মিত লাইন (কিলোমিটার)	ঃ	৯১৫৪.১৭৫ কিঃমিঃ।
১০।	সাব-স্টেশন (সংখ্যা ও ক্ষমতা)	ঃ	১৮ টি ও ২৫৫ এমভিএ
১১।	পিক লোড	ঃ	১১৬ মেঃওঃ।
১২।	সিস্টেম লস (ডিসেম্বর'২৩ পর্যন্ত)	ঃ	৮.৪৬%।
১৩।	বকেয়া মাস (ডিসেম্বর'২৩ পর্যন্ত)	ঃ	০.৮৭ ।
১৪।	মোট গ্রাহক সংখ্যা	ঃ	৪,৫৭,০৯২ জন।
	ক) আবাসিক	ঃ	৪,১২,৯৮৯ জন।
	খ) বানিজ্যিক	ঃ	৩১,৩৬৬ জন।
	গ) শিল্প	ঃ	২,২৬৭ জন।
	ঘ) সেচ	ঃ	৩,০৫৭ জন।
	ঙ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ	৭,০৫৬ জন।
	চ) অন্যান্য	ঃ	৩৫৭ জন।
১৫।	পবিসের লাভ/ক্ষতি (প্রতি ইউনিট) (+/-)	ঃ	(১.২২) টাকা।
১৬।	মোট সম্পত্তির পরিমাণ	ঃ	৯,৯১৬,৮১৬,৭৪৯.০৬ টাকা।
১৭।	অফগ্রিড এলাকা বিদ্যুতায়ন সংক্রান্ত	ঃ	
	ক) আওতাভূক্ত উপজেলা	ঃ	০৪ টি আংশিক (চরভদ্রাসন, সদরপুর, ফরিদপুর সদর, হরিরামপুর)।
	খ) আওতাভূক্ত ইউনিয়ন	ঃ	১০ টি (গাজিরটেক, চর ঝাউকান্দা, চর হরিরামপুর, নাছিরপুর, ঢেউখালী, ডিগ্রীর চর, নর্থ চ্যানেল, আজিমনগর, সুতানলী, লেছরাগঞ্জ) ।
	গ) গ্রাম	ঃ	৮৭ টি ।
	ঘ) মোট গ্রাহক সংখ্যা	ঃ	১৩,৬১৩ জন ।
	ঙ) অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ	০২ টি (কবিরপুর, চরসালিপুর) ।
	চ) নির্মিত লাইনের পরিমান	ঃ	৪৪৭.০০ কিঃ মিঃ ।
	ছ) সাব-ষ্টেশন (সংখ্যা ও ক্ষমতা)	ঃ	০২টি ও ২০এমভিএ।
	জ) সাবমেরিন ক্যাবল (সংখ্যা ও দূরত্ব)	ঃ	৪টি ও ৬কিঃমিঃ (সিএন্ডবি ঘাট,ভাজনডাংগা,চরহাজিগঞ্জ ঘাট, গোপালপুর ঘাট)।

চেয়ারম্যান এর বাণী

"বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম"

০১॥ স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল আমূল রুপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন " মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না।" জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২॥ বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৯,৮০১ মেগাওয়াট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬৩ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ৩,২৬৪ কোটি টাকা। মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫২১ কি.মি., মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১৩০০ টি, যার মোট ক্ষমতা ১৭,৫০৫ এমভিএ। বর্তমানে সিষ্টেম লস ৮.৫৬%।

০৩॥ "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা রয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৪॥ ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ২১/১২/১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক জুন'২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৯১৩৭.৭৬০ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ৪,৫১,৭১৫ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরসমূহের খুচরা বিক্রয়মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয়মূল্যের হার বেশি হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিষ্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/ অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

০৫॥ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়নের স্বপ্ন দিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারা দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়নে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

অজয় কুমার চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ।

" ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী,দুজনই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে,আল হাদিস"

সভাপতির প্রতিবেদন

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম”

ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৭ তম বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক-সদস্যবৃন্দ, সমিতি বোর্ডের সহকর্মী পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ,পল্লী বিদ্যুতায়ন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও সম্মানিত উপস্থিতিসহ সকলকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সম্মানিত সুধী মন্ডলী,

দেশের জাতীয় উন্নয়ন গ্রামীন অর্থনীতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ভাগ্যহত জনগোষ্ঠির ভাগ্যন্নোয়নের লক্ষ্যে বিগত ১৯৯৫ সালের ২১শে ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার ৯টি উপজেলা যথাক্রমে ফরিদপুর সদর, মধুখালী, আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী, নগরকান্দা, সালথা, সদরপুর, চরভদ্রাশন এবং ভাঙ্গা উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। ডিসেম্বর’২০২৩ পর্যন্ত সমিতির ভৌগোলিক এলাকায় প্রায় ৯১৫৪.১৭৫ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৪,৫৭,০৯২ জন গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে যার মধ্যে অফগ্রিড এলাকার ০৪টি উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নের ৮৭ টি গ্রামের ১৩,৬১৩ জন গ্রাহক সদস্য রয়েছে। অত্র পবিসের এই অগ্রগতির পিছনে রয়েছে গ্রাহক সদস্যবৃন্দের সর্বাত্নক সহযোগিতা, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও সমিতির পরিচালনা বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও সমিতির আওতাধীন সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম। আপনারা জেনে আরও খুশি হবেন যে, বর্তমানে পবিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সততা, নিষ্ঠা ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সিস্টেম লস এবং বকেয়া মাস সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া পবিসের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে নতুন করে জোনাল, সাব জোনাল, অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ করা হয়েছে যার ফলে গ্রাহক সেবা পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া সমিতির বর্তমান কর্ম পরিবেশ পরিস্থিতি ও সৌন্দর্যবর্ধন পূর্বের তুলনায় অনেক মনোমুগ্ধকর হয়েছে। এজন্য আমি পবিস ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাই।

বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়ে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ০৯টি উপজেলা যথাক্রমে ফরিদপুর সদর, চরভদ্রাশন, সদরপুর, আলফাডাঙ্গা, মধুখালী, সালথা, বোয়ালমারী, ভাঙ্গা ও নগরকান্দা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ বিদ্যুতায়ন ঘোষণা করা হয়েছে। এখন আমাদের উচিত নিরবচ্ছিন্ন, মানসম্মত ও নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা। পবিসকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হবে, ৯০/৬০/৩০ দিনের উর্দ্ধে বকেয়া থাকলে তা আদায় করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পবিসের দৈনন্দিন কাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুতায়নের ফলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, বিশেষ করে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। গ্রামীণ ছোট ছোট হাটবাজারের আয়তন ও কর্মঘন্টা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। এছড়া গ্রামে গ্রামে অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে শিল্প ও বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে পবিস কর্তৃক ০২ খুটি লাইন নির্মাণ করে ৮০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত ট্রান্সফরমার প্রদান করে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনশীল খাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে আপনাদেরকে পবিসের উন্নয়নের ধারাকে অগ্রগামী করার জন্য অনুরোধ করছি।

আজ আমরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও গভীর দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটার টেম্পারিং, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে অনীহা, বৈদ্যুতিক লাইনে স্থাপিত তার ও ট্রান্সফরমার চুরি পবিসের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। গ্রাহক মাত্রই পবিসের মালিক, রক্ষক ও সেবক এই কথাটি মনে-প্রাণে উপলব্দি করে সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার পরিহার, বিদ্যুৎ লাইনে স্থাপিত সরঞ্জামাদি চুরি রোধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলে পবিসের ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় সহযোগিতা করুন। তবেই এই পবিসের অগ্রগতির ধারা অক্ষুন্ন থাকবে এবং একটি সফল সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে উত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে আজকের এই মহতি সভায় আপনারা উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ ও উৎসাহিত করেছেন, সেজন্য আমি অত্র পবিসের পরিচালনা বোর্ডের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।
খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

তারিখঃ ১৮-০১-২০২৪ খ্রিঃ

(মোহাম্মদ শহিদূর রহমান)
সভাপতি,সমিতি বোর্ড।

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম”

উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সভাপতি ও এলাকা পরিচালকবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড হতে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী আসসালামু আলাইকুম। এমন এক সুবর্ণ সময়ে আজকের এই শীতের সকালে সকল কর্মব্যস্ততাকে ফেলে দুর-দুরান্ত থেকে ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৭তম বার্ষিক সদস্য সভায় সরাসরি উপস্থিত হওয়ার জন্য পবিস ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী

বঙ্গবন্ধুর চিন্তার পথ ধরেই ‘‘ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’’ যা মহান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই ১৯৭২ সালে সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদেই গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের অঙ্গীকার তাঁর দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। সেই প্রতিশ্রুত লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কালজয়ী ঘোষনা ‘‘শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’’ আজ বাস্তবে রুপ লাভ করেছে। গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তার ৮০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে সারাদেশে এবং দুর্গম নদীর চরাঞ্চলসহ সর্বত্র সর্বমোট ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ করে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ গ্রাহকের মাধ্যমে প্রায় ১৩ কোটি জনগনকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এনেছে। এর ফলে দেশের মানুষ এখন অন্ধকারমুক্ত, **“বাংলাদেশ এখন শতভাগ বিদ্যুতের দেশ”**। দেশের সকল মানুষ আজ বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত। শতভাগ বিদ্যুতায়নের এই বিশাল কর্মযজ্ঞটি সম্পন্ন করেছে বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তথা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ। আর এই বিশাল অর্জনের জন্যই সরকার বিদ্যুৎ বিভাগকে “স্বাধীনতা পুরস্কার” প্রদান করেছে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী :

উত্তাল পদ্মার চরে গোধুলী লগ্নে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, চারিদিকে ভাগ্যহত চরের মানুষের জীবন যুদ্ধের কোলাহলে যখন থেমে যেত, নিভু নিভু বাতির আলোতে চরবাসী যখন নির্ভার, নিশ্চুপ তখন পল্লী বিদ্যুতের আলোর ফেরীওয়ালার ডাকে ‘‘ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’’ পাল্টে দিয়েছে অবহেলিত চরবাসীর জীবন। ইতোপূর্বে জেলার ৯টি উপজেলার গ্রীড এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হলেও জেলার ৪টি উপজেলা যথাক্রমে ফরিদপুর সদর, সদরপুর ও চরভদ্রাসন এবং মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার আংশিক এলাকা সমূহ নিয়ে ১০ টি ইউনিয়নের ৮৭ টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা কাজটি ছিল অত্যন্ত জটিল ও ঝুকিপূর্ণ। তদুপরি আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ৪টি পৃথক সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে পদ্মা নদীর তলদেশ দিয়ে এবং ২টি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র এবং ৪৩৭ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ করে সর্বমোট ১৩,৬১৩ জন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে অফগ্রীড এলাকা সহ জেলার ৯টি উপজেলার সকল এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

সম্মানীয় গ্রাহক সদস্য ও সুধীমন্ডলী :

বর্তমান সরকার তার বর্তমান মেয়াদকালে ক্ষমতায় আসার পর দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেশের জনগনের দোরগোড়ায় পৌছাতে শতভাগ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে লাইন নির্মাণ সম্প্রসারণসহ ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম তরান্বিত হয়। এই কার্যক্রম শুরু হওয়ার প্রাক্কালে অর্থাৎ ২০০৮ সাল পর্যন্ত এ সমিতির আওতায় মাত্র ২টি ৩৩ কেভি, ১৯টি ১১ কেভি লাইন ও ৪টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের মাত্র ৩৫ এমভিএ ক্ষমতার উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ৮৫,২৫২ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। তদস্থলে বর্তমান সরকারের আমলে ১২ টি ৩৩ কেভি, ৯৭ টি ১১ কেভি লাইন ও ১৮টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ২৫৫ এমভিএ ক্ষমতার উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪,৫৭,০৯২ জন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘদিনের পুরাতন লাইনের তার ও ট্রান্সফরমারের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে URIDS প্রকল্প ও নিজস্ব জনবল এবং মিনি ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রায় ২৬৩২ কিঃ মিঃ লাইনের তার পরিবর্তন ও ১৫১৮ টি ট্রান্সফরমার আপগ্রেডেশন করা হয়েছে যার ফলে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমে গুণগত পরিবর্তন এসেছে এবং সিস্টেম লস ক্রমাগত ভাবে কমে আসছে। এছাড়া কৃষিতে সেচ, ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্পে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে গ্রামীণ জনপদে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন যেমন ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং অনেকটাই বিদ্যুৎ বিভ্রাট বিহীন ভাবে নিরাপদ ও মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। একইসঙ্গে পবিসের কারিগরী অবকাঠামো বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন করে জোনাল, সাব জোনাল ও অভিযোগ কেন্দ্র প্রভৃতি অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও পবিস কমপ্লেক্সের প্রবেশদ্বারে **“বিজয় তোরণ”** নির্মাণসহ বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যমন্ডিত শোভাবর্ধন ও মনোমুগ্ধকর কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় গ্রাহক সেবা তথা গ্রাহক সন্তুষ্টি ও সমিতির ভাবমূর্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্মনিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ :

বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুনে গুনান্বিত একটি ঐতিহ্যবাহী জেলা ফরিদপুর। জেলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে ১৯৯৫ সালের ২১ ডিসেম্বর জেলার ৯টি উপজেলা নিয়ে ৪৭ তম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি হিসেবে অগ্রযাত্রা শুরু করে বর্তমানে জেলার সকল শ্রেণীর সকল গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এখন আমাদের নতুন চ্যালেঞ্জ হলো নিরবচ্ছিন্ন , নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং দালাল ও দুর্নীতিমূক্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। এজন্য আলোর ফেরীওয়ালা, দুর্যোগে আলোর গেরিলা ও ভ্রাম্যমাণ বৈঠকের মত গ্রাহক বান্ধব কর্মসূচী আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকটি লাইনের আওতায় স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা ও গ্রাহক বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে নতুন করে কোন দালাল দূর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি না হয়। এছাড়াও লাইনের নীচে গাছপালা, বাঁশঝাড় পরিস্কার রাখা, কোথাও লাইনের কোন সমস্যা হলে তা অফিসকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করা যা নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এখনও অনেক এলাকায় সংঘবদ্ধ দুস্কৃতি কর্তৃক মূল্যবান ট্রান্সফরমার চুরি হচ্ছে, কিছু অসাধু গ্রাহক কর্তৃক হুকিং ও মিটার টেম্পারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি করছে এর ফলে সমিতি ও গ্রাহক সদস্যগণ উভয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অনেক সম্মানিত গ্রাহক নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করছেন না ফলে অকারণে জনবল ও যানবাহন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আসুন নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করি এবং সকল অনিয়ম, দালাল, দূর্নীতি ও সংঘবদ্ধ দুঃস্কৃতিদের বিরুদ্ধে দূর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলি এবং ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে একটি গ্রাহক বান্ধব সেবামুখী ও আর্থিকভাবে সক্ষম ও সয়ম্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্য ও সুধীবৃন্দঃ

আমাদের প্রত্যাশা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে তথা ''ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ'' সরবরাহের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। এখন আমাদের লক্ষ্য সবার ঘরে ঘরে নিরবচ্ছিন্ন, মান্সম্মত ও নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। তাই যে কোন প্রতিকুল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ করে বিদ্যমান সিস্টেমের আপগ্রেডেশন কাজ সম্পন্ন করা এবং পর্যায়ক্রমে স্মার্ট মিটার, স্মার্ট গ্রীড ও স্মার্ট সাবস্টেশন তৈরি করে অটোমোশন সিস্টেমের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। সর্বোপরি দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে **"কল সেন্টার-১৬৮৯৯"** চালু করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের মহাসড়কের সাথে তাল মিলিয়ে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ গড়ার লক্ষ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে ৬০ হাজার মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সংগতি রেখে আধুনিক প্রযুক্তিমানের টেকসই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। একই সঙ্গে সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগণের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দক্ষ ও সেবামুখী জনবল তৈরীর মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ কাজে নিশ্চয়ই আপনাদের অকুন্ঠন সমর্থন ও সহযোগিতা আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে সহযোগিতা করবে। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

জয় বাংলা।

তারিখঃ ১৮-০১-২০২৪ খ্রিঃ

মোঃ আবুল হাসান
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম”

ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৭তম বার্ষিক সদস্য সভার সম্মানিত গ্রাহক-সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি ও সুধীমন্ডলী, আস্সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে সমিতির গত ২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালেন্স সীট উপস্থাপন করছি।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের আয়-ব্যয়ের বিবরনী ঃ

ক্র নং	আয়-ব্যয়ের খাত	(জুলাই/২০২২ থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত)
০১।	বিদ্যুৎ বিক্রয় খাতে আয়	২,৬৮১,৮২৮,৫০৪.০০
০২।	অন্যান্য পরিচালন আয়	৯৭,৩৩২,৯৯৭.৬০
০৩।	**মোট পরিচালন আয় (১+২)**	২,৭৭৯,১৬১,৫০১.৬০
০৪।	বিদ্যুৎ ক্রয়	২,১৩৭,১১০,৫২১.০০
০৫।	বিতরণ খরচ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৭৫.৭৪৯,৮৭৭.০৮
০৬।	গ্রাহক বিক্রয় খাতে খরচ	১৪৪,০৬৬,৮৬৩.০০
০৭।	প্রশাসনিক ও সাধারন খরচ	১২৮,১২২,২৩২.৩৯
০৮।	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (৪ হইতে ৭ পর্যন্ত)**	২,৫৮৫,০৪৯,৪৯৩.৪৭
০৯।	অবচয় খাতে খরচ	৫০৬,০০১,৯৬২.০০
১০।	কর খাতে খরচ	৮,১২০,৪৭০.০০
১১।	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	২৪১,৮২০,৩৮১.০০
১২।	**বিদ্যুৎ সেবায় মোট খরচ (৮ হইতে ১১ পর্যন্ত)**	৩,৩৪০,৯৯২,৩০৬.৪৭
১৩।	পরিচালন লাভ/লোকসান (৩-১২)	(৫৬১,৮৩০,৮০৪.৮৭)
১৪।	সরকারী ভর্তুকী	০.০০
১৫।	অপরিচালন আয়-সুদ	৮৮,৩০৫,৬৪১.৮৭
১৬।	অন্যান্য অপরিচালন আয়	৪,৪০৪,৫১৭.০০
১৭।	**প্রকৃত লভ্যাংশ (১৩ হইতে ১৬ পর্যন্ত)**	(৪৬৯,১২০,৬৪৬.০০)

ব্যালেন্স শীট

(জুন,২০২৩ ইং তারিখ পর্যন্ত)

সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা			দায় ও বিবিধ দেনা		
ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকা	ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকা
	উপযোগী প্লান্ট ঃ			ইকুইটি ও মার্জিন ঃ	
১	ব্যবহারযোগ্য উপযোগী চালু সম্পত্তি	১০,৩১০,৯২৭,৩০৩.১৭	২৭	সদস্য ফি (ইস্যুকৃত)	১,৮৭৭,০৮০.০০
২	ক্রমপুঞ্জিত অবচয় সংরক্ষন	৩,০৩৮,৬১৫,৮১১.০৩	২৮	সদস্য ফি (আবেদনকৃত)	১৬,৮৬১,৯৭৩.০০
৩	**নীট উপযোগী সম্পত্তি (১-২)**	৭,২৭২,৩১১,৪৯২.১৪	২৯	পরিচালন লভ্যাংশ (পূর্ববর্তী বৎসর)	(২,১৫২,৭৭৩,৬২৯.২৫)
৪	নির্মাণাধীন সম্পত্তি	১০৪,৪৭৯,৭১৭.৪৮	৩০	পরিচালন লভ্যাংশ (চলতি বৎসর)	(৫৬১,৮৩০,৮০৪.৮৭)
৫	**মোট ব্যবহার উপযোগী সম্পত্তি (৩+৪)**	৭,৩৭৬,৭৯১,২০৯.৬২	৩১	পরিচালন লভ্যাংশ (সরকারী ভর্তুকী)	৪৭,২৫৫,৩৮৭.০০
	বিনিয়োগ ঃ		৩২	অপরিচালন লভ্যাংশ (পূর্ববর্তী বৎসর)	৬০১,২১৭,৫৫১.৭৫
৬	ডোনেশন রিজার্ভ তহবিল	-	৩৩	অপরিচালন লভ্যাংশ (চলতি বৎসর)	৯২,৭১০,১৫৮.৮৭
৭	পুনঃ স্থাপন সংরক্ষণ তহবিল	৫২১,৩৩৯,৫০৪.৪২	৩৪	ডোনেটেড মূলধনী ও মূলধনী আয়	৫১,১৮৮,৩৪৬.২৬
৮	অন্যান্য বিশেষ তহবিল	১,০২৩,৩৯৯,২০৩.৪৪	৩৫	**মোট ইকুইটি ও মার্জিন (২৭ হইতে ৩৪ যোগ)**	(১,৯০৩,৪৯৩,৯৩৭.২৪)
৯	**মোট বিনিয়োগ (৬+৭+৮)**	১,৫৪৪,৭৩৮,৭০৭.৮৬		**দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ঃ**	
	চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি ঃ		৩৬	বাপবিবোর্ড দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (নগদ অর্থ)	১৪,১৮৭,৫০০.০০
১০	নগদ তহবিল	১৫৫,৩৫৫,৭৭৮.৯৬	৩৭	বাপবিবোর্ড দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (অন্যান্য)	৭,৭০৭,২৮৫,২৫২.৩৭
১১	খুচরা নগদ তহবিল	২,২৫,০০০.০০	৩৮	বাপবিবোর্ড দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (প্রভিশনাল প্লান্ট)	৮৯,৮৩৩,১৯৮.৭৩
১২	স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ	৩৮১,৭৮৬,৫৫২.০০	৩৯	পবিবো অন্যান্য ঋণ	-
১৩	বিশেষ জামানত	-	৪০	**মোট পবিবোর্ড দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (৩৬ হইতে ৩৯)**	৭,৮১১,৩০৫,৯৫১.১০
১৪	হিসাব খাতে প্রাপ্য (বিদ্যুৎ বিল)	১৮৭,২৬১,২১৫.৪৫		**অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ**	
১৫	অনাদায়ী বিলের জন্য সঞ্চিতি	(৯৩,৭১৪,৬২৫.৯২)	৪১	গ্রাহক জামানত	৩০২,৭২২,৩৬৭.৩৭
১৬	অন্যান্য হিসাব খাতে প্রাপ্য	১২০,৮২১,০৮১.৮০	৪২	কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদি	৭৪৩,৯০৭,১৫৭.২৬
১৭	বৈদ্যুতিক মালামাল মজুদ	১২৯,০৮৮,৯১৮.২৬	৪৩	**মোট অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায়(৪১+৪২)**	১,০৪৬,৬২৯,৫২৪.৬৩
১৮	হাউজ ওয়্যারিং মালামাল মজুদ	৩১,৬৫২.৫১	৪৪	হিসাব খাতে প্রদেয়	৪১৮,০১২,০১৩.০১
১৯	অগ্রিম পরিশোধ	০.০০	৪৫	বকেয়া কর	৮১,০০০.০০
২০	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি	১০৬,৮৩০,১৩৬.৭৪	৪৬	মেয়াদ উত্তীর্ণ সুদ	৩১৪,২৩৪,৮৪৩.৩০
২১	**মোট চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি (১০ হইতে ২০)**	৯৮৭,৬৮৫,৭০৯.৮০	৪৭	মেয়াদ উত্তী র্ণ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	১,০৭৪,৪৭২,৪৯৪.০০
	বিলম্বে আদায়যোগ্য পাওনা ঃ		৪৮	অন্যান্য চলতি ও প্রদেয় দেনা	৩১,৭৮০,৭৮২.৩৪
২২	সম্পত্তির অস্বাভাবিক ক্ষতি	৫০,৫২৪,৭১৭.২১	৪৯	**মোট চলতি ও প্রদেয় দেনা (৪৪ হইতে ৪৮)**	১,৮৩৮,৫৮১,১৩২.৬৫
২৩	অশ্রেণীভুক্ত ব্যয়	৬৫,৮৬৭,৬২৪.৪৭		**বিলম্বিত দায় ঃ**	
২৪	অন্যান্য বিলম্বিত পাওনা	১০২,৬৬৮,৩৬৩.০৩	৫০	অগ্রিম সিকিউরিটি ও জামানত	৭,১১৬,৫১৫.৮৩
২৫	**মোট বিলম্বিত পাওনা (২২ হইতে ২৪)**	২১৯,০৬০,৭০৪.৭১	৫১	গ্রাহক অগ্রিম ফর কনস্ট্রাকশন	৩১৯,৬৯৫,১২৮.১৬
২৬	**মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা (৫+৯+২১+২৫)**	১০,১২৮,২৭৬,৩৩১.৯৯	৫২	বিলম্বিত দায়	১,০০৮,৪৪২,০১৬.৮৬
			৫৩	মোট বিলম্বিত দায় (৫০+৫২)	১,৩৩৫,২৫৩,৬৬০.৮৫
			৫৪	**মোট দায় ও অন্যান্য দেনা (৩৫+৪০+৪৩+৪৯+৫৩)**	১০.১২৮,২৭৬,৩৩১.৯৯

(শেখ মোঃ নুরুজ্জামান)
কোষাধ্যক্ষ
সমিতি বোর্ড, ফপবিস।

গ্রাফ চিত্রে পবিসের অগ্রগতি

অর্থ বছর ওয়ারী সংযোগকৃত গ্রাহক

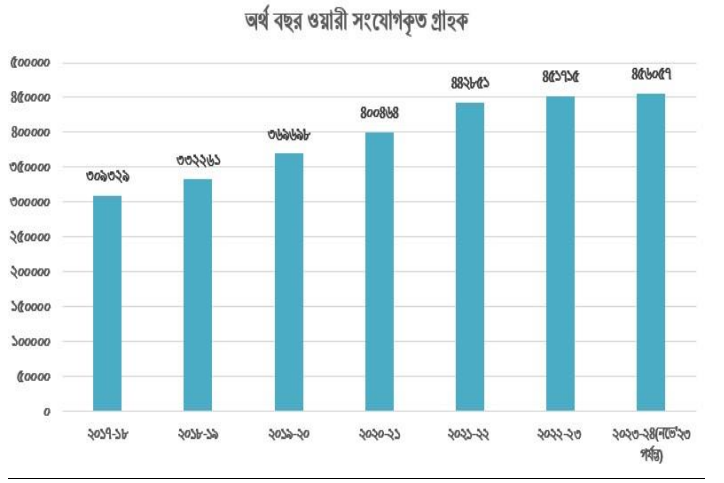

অর্থ বছর ওয়ারী লাইন নির্মাণ

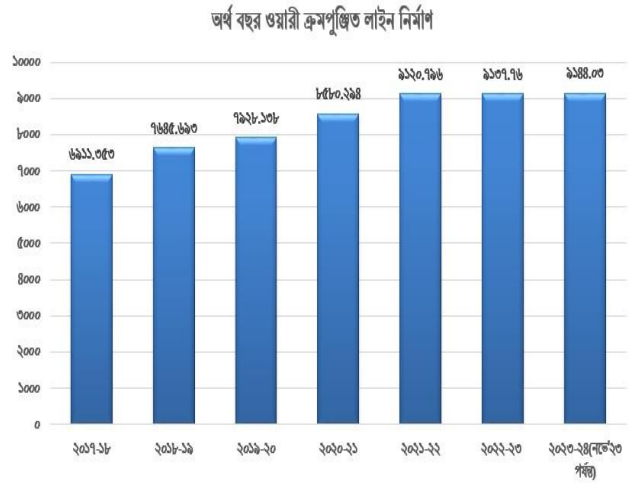

অর্থ বছর ওয়ারী সিস্টেম লস

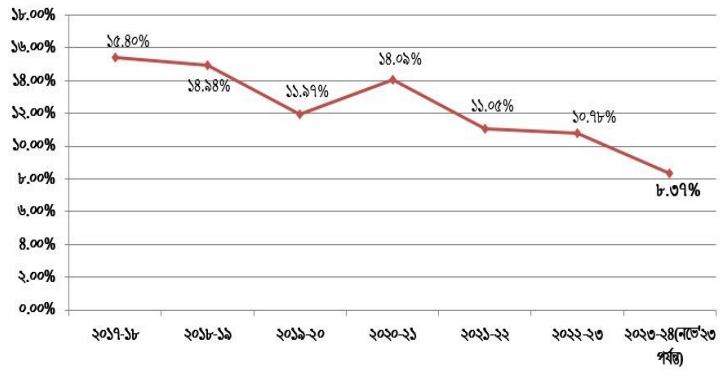

অর্থ বছর ওয়ারী বকেয়া মাস

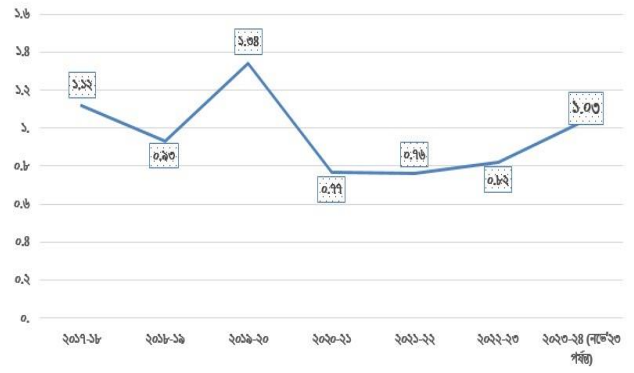

শ্রেণী ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার

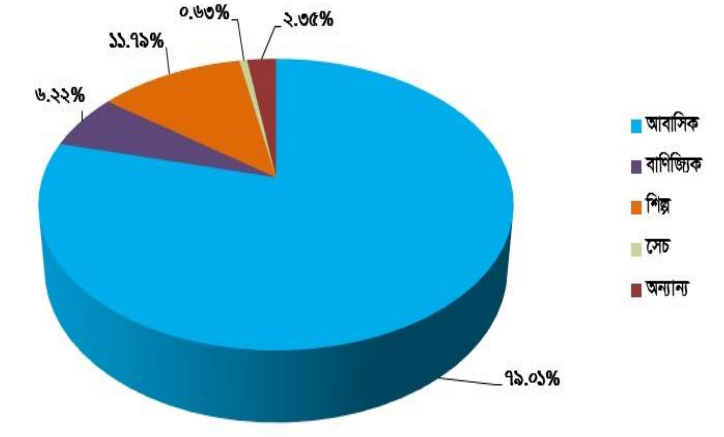

অর্থ বছর ওয়ারী বিদ্যুৎ বিল তৈরি ও আদায়

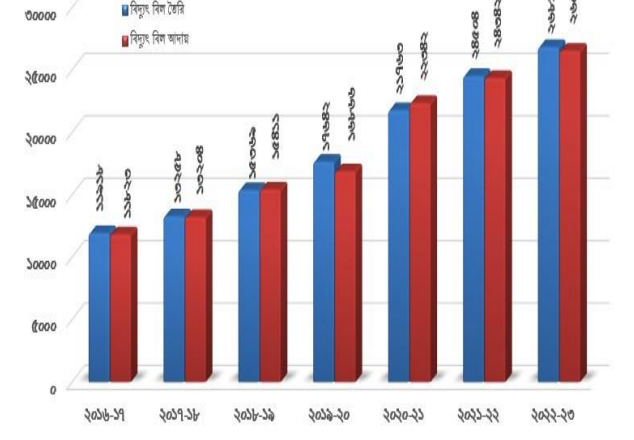

"দারিদ্র জয়ের হাতিয়ার, সর্বত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার"

আলোক চিত্রে সমিতির অগ্রগতি

ফরিদপুর পবিসের জেনারেল ম্যানেজার মহোদয় সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার পদে পদোন্নতি পাওয়ায় সমিতি বোর্ড কর্তৃক তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে গ্রাহক সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন বাপবিবোর্ডের মানব সম্পদ পরিদপ্তরের পরিচালক মহোদয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও 'জাতীয় শোক দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে ফরিদপুর পবিস কর্তৃক দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

শহিদ শেখ রাসেল এর শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে ফরিদপুর পবিস কর্তৃক আনন্দ র‍্যালি উদযাপন করা হয়।

বিশেষ নিরাপত্তা সভায় অত্র সমিতির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার মহোদয় কর্তৃক লাইনম্যানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়ে নিরাপত্তা মূলক বিষয় নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করা হয়।

বিদ্যুৎ চুরি রোধ ও নিরাপদ ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ বৈঠক করেন বোয়ালমারী জোনাল অফিসের ডিজিএম মহোদয়।

"বন্ধ রাখলে অপ্রয়োজনীয় বাতি লাভবান হবে দেশ ও জাতি"

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্যাবলী

- বৈদ্যুতিক ছেঁড়া স্পর্শ করবেন না, ছেড়াঁ তার হতে নিজে নিরাপদ থাকুন অন্যকে নিরাপদ রাখুন।বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে গেলে ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে আগুন লাগলে জরুরী বিদ্যুৎ অফিসকে অবহিত করুন।
- পার্শ্ব সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার বে-আইনি এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পার্শ্ব সংযোগের তার ছিঁড়ে গিয়ে/লিক হয়ে তাৎক্ষণিক বৈদ্যুতিকূ দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই পার্শ্ব সংযোগ প্রদান ও ব্যবহার পরিহার করুন।বৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহনের জন্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- হুকিং/অবৈধ ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে আর্থিক জরিমানা/ফৌজদারী মামলা হতে পারে। অবৈধ ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারলে বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- গাছ কেটে বৈদ্যুতিক তারের উপরে ফেললে জীবনহানি ঘটতে পারে/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নষ্ট হতে পারে।
- বিদ্যমান বিদ্যুত লাইনের উভয় পার্শ্বে ১০ ফুট করে গাছপালা ছেঁটে দৌযা হয়।নিরাপত্তার স্বার্থে গাছপালা কর্তনে সহযোগিতা করুন এবং বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে ঝুঁকিপূর্ণ গাছপালা রোপন পরিহার করুন।
- সার্ভিস ড্রপের তার ও বৈদ্যুতিক তারে কাপড় চোপড় শুকাতে দেওয়া পরিহার করুন।বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে টানা তার ও খুটির সাথে গবাদি পশু বাঁধবেন না।
- বৈদ্যুতিক লাইনের খুটিতে ডিসের তার টানা এবং লাইনের কাছাকাছি ডিস এন্টেনা, টিভি এন্টনা স্থাপন পরিহার করুন।
- গৃহস্তালী ওয়্যারিং এর জন্য ভালো মানের ও সঠিক রেটিং তার মেইন সুইচ/সার্কিট ব্রেকার/ফিউজ ব্যবহার করুন। যন্ত্রপাতি ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই যথাযথ মানের গ্রিাউন্ডিং ব্যবহার নিশ্চিত করুন।
- ভিজা হাতে বা খালি পায়ে কখনও সুইচে হাত দিবেন না। সকেটের ভিতর কোন তার বা পরিবাহী পদার্থ ঢুকাবেন না।
- ছোট ছেলে-মেয়েদের কখনও সুইচ,সকেট, হোল্ডার অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলতে দিবেন না।
- মেইন সুইচের ফিউজ পুড়ে গেলে প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধ করে সঠিক মাপের ফিউজ ব্যবহার করুন।
- প্রয়োজন ব্যতীত কখনোই মেইন সুইচ অথবা মেইন সুইচ হতে মাটিতে প্রবেশকারী তারে হাত দিবেন না।
- কৌতুহল বশতঃ লাইনের উপরে রশ, আগাছা,সাপ,তার ইত্যাদি ছুড়ে মারবেন না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকেও এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখুন।
- বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা জনিত অগ্নিকান্ডে কখনও পানি দিবেন না। প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধের ব্যবস্থা নিন এবং বালি বা ধুলমাটি দ্বারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করুন।
- বৈদ্যুতিক খুঁটি বা টানা তার সংলগ্ন মাটি কখনোই কাটবেন না বা সরাবেন না।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন তৈরী ও মেরামতের সময় নিজে ও ছেলেমেয়েদের নিরাপদ দূরত্বে থাকতে বাধ্য করুন।
- কোন স্থানে পড়ে থাকা/ছেড়া তারে সরাসরি হাত দিবেন না এবং ছেলে-মেয়ে গবাদি পশুদের নিরাপদ দূরত্বে রাখুন এবং বিদ্যুতের লোক না পৌঁছানো পর্যন্ত একজন লোককে উক্ত স্থানে পাহারায় রাখুন।

পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতিতে ক্যাপাসিটর ব্যবহারের সুবিধাবলী

পাওয়ার ফ্যাক্টরঃ এসি বিদ্যুৎ সরবরাহে প্রকৃত ক্ষমতা ও আপাতঃ ক্ষমতার অনুপাতকেই পাওয়ার প্যাক্টর বল । এসি বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রকৃত শক্তি, আপত শক্তির সাথে পাওয়ার ফ্যাক্টরের গুনফলের সমান। আতএব প্রকৃত শক্তি=আপতঃ শক্তি×পাওয়ার ফ্যাক্টর।

অথবা, পাওয়ার ফ্যাক্টর= $\frac{\text{প্রকৃত শক্তি}}{\text{আপাতঃ শক্তি}} = \frac{\text{কিলোওয়াট}}{\text{কেভিএ}}$

পবিস কর্তৃক সংযোগকৃত সকল প্রকার সেচ ও শিল্প গ্রাহকদের বৈদ্যুতিক মিটারের পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান ০.৯৫ (শতকরা ৯৫ ভাগ) বা তার উপরে রাখা সমীচিন। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ক্যাপাসিটর ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত করা যায়। বৈদ্যুতিক মটরে ক্যাপাসিটর ব্যবহারের মাধ্যমে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করলে নিম্মেবর্নিত সুবিধাদি পাওয়া যায়।

০১। লাইনে ভোল্টেজ বেশী থাকে

০২। বৈদ্যুতিক মটর এর তার কম গরম হয়, ফলে মটরের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়।

০৩।মটরের কয়েলের বিদ্যুৎ লসকম হওয়ায় কয়েল গরম কম হয়, ফলে মটরের কয়েল পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

০৪। মিটার রিডিং কম আসে ফলে বিদ্যুৎ বিল কম হয়।

০৫। গ্রাহকের পাওয়ার ফ্যাক্টর মাশুল দিতে হয় না।

০৬। মটরের কার্যক্ষমতা বুদ্ধি পায়।

০৭। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান উন্নত করলে প্রাইমারী মিটারিং গ্রাহকগণের ট্রান্সফরমার অপচয় শতকরা প্রায় দুই ভাগ হ্রাস পায়।

“বিদ্যুৎ সাশ্রয় করি-সমৃদ্ধ দেশ গড়ি”

সমিতি বোর্ড পরিচিতি

মোহাম্মদ শহিদুর রহমান সভাপতি ও এলাকা পরিচালক বিশেষ এলাকা নং- ০১	মোঃ শওকত আলী সহ-সভাপতি ও এলাকা পরিচালক এলাকা নং- ০৭	মোসাম্মৎ সামসুন নাহার সচিব ও মহিলা পরিচালক	শেখ মোঃ নুরুজ্জামান কোষাধ্যক্ষ ও এলাকা পরিচালক বিশেষ এলাকা নং- ০২
মোহাম্মদ আকরাম হোসেন তালুকদার এলাকা পরিচালক এলাকা নং-০১	সরকার অর্দ্ধেন্দু এলাকা পরিচালক এলাকা নং- ০২	আঃ মতিন এলাকা পরিচালক এলাকা নং- ০৩	মোঃ জাহাঙ্গীর আলী (ইকবাল) এলাকা পরিচালক এলাকা নং- ০৫
মোহাম্মদ মেজবাহা উদ্দিন এলাকা পরিচালক বিশেষ এলাকা নং- ০৩	নাজনীন সুলতানা মহিলা পরিচালক	মাছুমা খানম মহিলা পরিচালক	মোঃ আবুল হাসান সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার ও Executive officio Director

প্রকল্প বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ফরিদপুর

মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি) বাপবিবো, ফরিদপুর	সাদিকুলজামান খান সহকারী প্রকৌশলী বাপবিবো, ফরিদপুর

উপদেষ্টামন্ডলী, ফরিদপুর পবিস

ডাঃ প্রভাত রঞ্জন প্রামানিক রিটেইনার ডাক্তার	এ্যাডভোকেট সুবল চন্দ্র সাহা আইন উপদেষ্টা

সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

মোঃ আবুল হাসান
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

মোঃ সাহারুল ইসলাম
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
নগরকান্দা জোনাল অফিস

মোহাম্মদ মোর্শেদুর রহিম
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
বোয়ালমারী জোনাল অফিস

এ কে এম আলাউদ্দিন
ডিজিএম (সদর দপ্তর-কারিগরী)

বিজয় চন্দ্র কুন্ডু
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
মধুখালী জোনাল অফিস

মোঃ নাজমুল হক
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ভাঙ্গা জোনাল অফিস

মোঃ রেজাউল করিম
এজিএম (ওএন্ডএম)
সালথা সাব জোনাল অফিস

সামসুল হক
এজিএম (ওএন্ডএম)
মধুখালী জোনাল অফিস

মুহঃ আক্তার জিন নুরাইন
এজিএম (ওএন্ডএম)
ভাঙ্গা জোনাল অফিস

ফয়সাল রুমি
এজিএম (অর্থ-হিসাব/ রাজস্ব)
সদর দপ্তর

মোঃ শহিদুল ইসলাম
এজিএম (ওএন্ডএম)
সদরপুর সাব জোনাল অফিস

এস এম রুবাইদ হোসেন
এজিএম (সদস্য সেবা)
সদর দপ্তর

পলাশ ভৌমিক
এজিএম (ওএন্ডএম)
সদর দপ্তর

প্রকৌঃ খন্দকার মঞ্জুর হায়দার
এজিএম (ইএন্ডসি)
সদর দপ্তর

মোঃ মাহফুজুর রহমান
এজিএম (ওএন্ডএম)
চরভদ্রাসন সাব জোনাল অফিস

ফাহিম হোসাইন ইভান
এজিএম (ওএন্ডএম)
আলফাডাঙ্গা সাব জোনাল অফিস

মোহাম্মদ নাননা মিয়া
এজিএম (ওএন্ডএম)
নগরকান্দা জোনাল অফিস

খন্দকার ইব্রাহিম হোসেন
এজিএম (আইটি)
সদর দপ্তর

ফিরোজ আহমেদ এজিএম (প্রশাসন) সদর দপ্তর	এম. শরীফুল আলম এজিএম (ওএন্ডএম) বোয়ালমারী জোনাল অফিস	

“ আমরা কর্মী, আমরা দক্ষ, গ্রাহক সেবাই আমাদের লক্ষ”

ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট

বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধন এর কারণে ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ ঃ

ধারা এবং দন্ডের বিবরণ	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/জরিমানা
ধারা -৩২(১) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড	কোন ব্যক্তি বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে।	অনধিক ০৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫০ হাজার টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।
ধারা -৩২(২) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড	কোন ব্যক্তি শিল্প ও বানিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে।	অনূন্য ০২(দুই) বৎসর এবং অনধিক ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অনূন্য ৫০ হাজার এবং অনধিক ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।
ধারা - ৩৪ বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুতের সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনূন্য ০২(দুই) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ০৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অনূন্য ৫০ হাজার এবং অনধিক ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩৫ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি,অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী,যেমন পোল, টাওয়ারের অংশবিশেষ, কনডাক্টর ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার, ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনূন্য ০২(দুই) বৎসর এবং অনধিক ০৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অনূন্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।
ধারা -৩৬ চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি ধারা-৩৫-এ উল্লেখিত যন্ত্রপাতি বা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চুরিকৃত মালামাল নিজ দখলে রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনূন্য ০২(দুই) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩৮(খ) মিটার পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড	লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতীত মিটার হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে পার্শ্বসংযোগ প্রদান করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনধিক ০৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩৮(গ) মিটার পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড	মিটারের ক্ষতি সাধন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে মিটারের ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে অথবা উহাদের যথাযথ রেজিষ্টারে ও বাঁধার সৃষ্টি করিলে।	অনধিক ০৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩৯(১) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড	কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র,বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ,বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাঁগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনধিক ০৭(সাত) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩৯(২) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সের অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন,খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে,অবহেলাবশত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাঁধাগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।	অনধিক ০১(এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।
সংকেতঃ ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট ইলেকট্রিসিটি (এ্যামন্ডমেন্ট)অর্ডিন্যান্স ১৯৯৩ (সংশোধিত) ফেব্রুয়ারী'১২.২০১৮ তারিখের গেজেট মোতাবেক		

আইন সবার জন্য সমান - আইন জানুন, আইন মানুন

"জানবে বিশ্ব জেনেছে দেশ, শতভাগ আলোকিত হবে বাংলাদেশ"

ফরিদপুর পবিসের ক্যাম্পাস কমপ্লেক্সের বকুল তলায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন।

ফরিদপুর পবিসের নিজস্ব লোকবল দ্বারা ভাঙ্গা-১ ৩৩ কেভি ব্রেকার সফলভাবে পরিবর্তন করা হয়।

নগরকান্দা জোনাল অফিসের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সাথে মতবিনিময় করছেন অত্র পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার মহোদয়

আলফাডাঙ্গা উপজেলার বাজরা গ্রামে সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প পরিদর্শন

সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে চর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে

বন্যাকালীন দুর্যোগে আলোর গেরিলা টিম কর্তৃক পরিচালিত জরুরী কার্যক্রম